প্রথম আলো

তারিখ 26 MAY 2015
পৃষ্ঠা ১১ কলাম 2

পাঠদান বন্ধ রেখে কর্মশালা

সুমন মোল্লা, ভৈরব ●

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান বন্ধ রেখে দুই দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। 'শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা সম্প্রসারণ পদ্ধতি' শীর্ষক এই কর্মশালার আয়োজক শিল্প মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং 'আইন সহায়তা কেন্দ্র ফাউন্ডেশন (আসক)।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সোহাগ আহমেদ বলেন, কর্মশালার তথ্যটি তাঁর জানা ছিল না। ক্লাস বন্ধ রেখে কোনো ধরনের কর্মসূচি পালনের সুযোগ নেই। প্রধান শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

শিক্ষকেরা জানান, বিদ্যালয়টির শিক্ষার্থী সংখ্যা ৮৮০। গ্রীষ্মকালীন ছুটি শেষে রোববার থেকে পাঠদান শুরু হয়। ওই দিন সকালে শিক্ষকেরা এসে দেখতে পান, দুটি কক্ষ থেকে চেয়ার-টেবিল সরিয়ে কর্মশালার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। ওই দুটি কক্ষে প্রথম পালায় শিশু শ্রেণি এবং প্রথম শ্রেণির ক্লাস হয়। আর পরের পালায় ওই দুই কক্ষে হয় চতুর্থ শ্রেণির ক্লাস। পরে ওই দুটি কক্ষে পাঠদান বন্ধ রেখে বাকি কক্ষে পাঠদান চলে। এ কারণে দুদিন শিশু শ্রেণির ১৫৫, প্রথম শ্রেণির ৮০ এবং চতুর্থ শ্রেণির ৬০ শিক্ষার্থীর ক্লাস বন্ধ ছিল।

উদ্বোধনী দিনে প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে এনপিওর পরিচালক মো. নজরুল ইসলাম ও ভৈরব পৌরসভার মেয়র মো. শাহিন। কর্মশালায় ৮০ জন অংশগ্রহণকারী ছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আরও ২৬ ব্যক্তি। কর্মশালার উদ্বোধন করেন আসকের কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি আবদুল লতিফ।

ক্লাস বন্ধ রেখে এ ধরনের আয়োজন সঠিক কি না, জানতে চাইলে মেয়র মো. শাহিন বলেন, 'যাওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে বের হয়ে এসেছি। ঠিক না বলেই, যাওয়ার আগেই চলে আসার চিন্তা করতে হয়েছে। এ ধরনের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে আয়োজকদের সচেতন ও দায়িত্বশীল থাকা প্রয়োজন ছিল বলে তিনি মনে করেন।'

গতকাল সোমবার বেলা পৌনে ১২টার দিকে গিয়ে দেখা যায়, একটি কক্ষে কর্মশালা চলছে। বারান্দায় রাখা হয়েছে সাউন্ড সিস্টেম। পাশের কক্ষে কর্মশালার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম রাখা আছে। অংশগ্রহণকারী কয়েকজনকে বিদ্যালয়ের বারান্দায় ও মাঠে দাঁড়িয়ে ধূমপান করতে দেখা গেছে।

স্থানীয় লোকজন জানান, শুধু যে কয়েকটি ক্লাস পণ্ড হয়েছে তা-ই নয়। মাইকের শব্দ, শতাধিক মানুষের উপস্থিতি ও খাওয়াদাওয়া সব মিলিয়ে দুদিন বিদ্যালয়ের পরিবেশ স্বাভাবিকতা হারায়।

সেখানে কথা হয়, আসক কিশোরগঞ্জ জেলার সভাপতি আবদুল লতিফের সঙ্গে। তিনি বলেন, অন্য কোথাও স্থান বরাদ্দ না পাওয়ায় বিদ্যালয়ে এখানে এ আয়োজন করা হয়েছে। তিনি স্বীকার করেন, এই আয়োজনের জন্য স্বাভাবিক পাঠদান কিছুটা ব্যাহত হয়েছে।

বিষয়টিতে বিব্রত ছিলেন প্রধান শিক্ষক মরিয়ম বেগম। তিনি জানান, কর্মশালার বিষয়ে তাঁর কোনো হাত ছিল না। মূলত পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তে এটা হয়েছে। তবে বিষয়টি উপজেলা শিক্ষা কার্যালয়কে অবগত না করা ঠিক হয়নি বলে জানান।

পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মমিনুল হক বলেন, আয়োজকদের কয়েকজন একই মহল্লার হওয়ায় দাবিটি তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি।

এ ধরনের অনুমতি দেওয়ার তাঁর কোনো এখতিয়ার আছে কি না, জানতে চাইলে তিনি নীরব থাকেন। পরে বলেন, 'মানুষ ভুল করেই শেখে।'